সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট
◇ সিস্টেম এনালিষ্ট/সিনিয়র প্রোগ্রামার
◇ প্রোগ্রামার
◇ সহকারী প্রোগ্রামার
◇ সঃমেঃই-১/ সঃমেঃই-২
◇ নথি
ডাইরি নং
তারিখঃ 20/03/2020

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০১৩.২০-৮৬

তারিখঃ ০৬ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ কিশোরগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট সড়কের ৩য় কিলোমিটারে কিশোরগঞ্জ মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে স্থাপিত "মেসার্স হক এন্ড সিদ্দিক ফিলিং স্টেশন"-এ যাতায়াতের বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত সওজ মালিকানাধীন ৪.৯৬ শতাংশ ভূমি ইজারা প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-এল.আর.-১৩১৩ প্রঃ প্রঃ, তারিখ-০৩.০২.২০২০ খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৫-এর আলোকে কিশোরগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট সড়কের ৩য় কিলোমিটারে কিশোরগঞ্জ মৌজার জেএল নম্বর-৩৩, সিএস খতিয়ান নম্বর-৩৩৩/২ ও এসএ/বিএস খতিয়ান নম্বর-০২, সিএস দাগ নম্বর-১৯৪৩৩, এসএ দাগ নম্বর-২০০৯০ এবং বিএস দাগ নম্বর-১০৯১-এর সওজ মালিকানাধীন ৪.৯৬ শতাংশ ভূমি মেসার্স হক এন্ড সিদ্দিক ফিলিং স্টেশনে যাতায়াতের দু'টি প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট **১৫,৩৮,২২৩.০০** (পনের লক্ষ আটত্রিশ হাজার দুইশত তেইশ টাকা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে সৈয়দ সানাউল হক, স্বত্ত্বাধিকারী, মেসার্স হক এন্ড সিদ্দিক ফিলিং স্টেশন-এর অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারা প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছেঃ

শর্তসমূহ

১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;

২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;

৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের প্রতিটির উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;

৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;

৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;

৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রীজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;

৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;

৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে উক্ত ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;

৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;

১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;

১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;

১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;

১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;

১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;

১৬) মহাসড়ক আইন,১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;

১৭) উপর্যুক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;

১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;

২০) **বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে;** এবং

২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ালিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (সৈয়দ সানাউল হক, স্বত্ত্বাধিকারী, মেসার্স হক এন্ড সিদ্দিক ফিলিং স্টেশন)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ালিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৮২২২৭
sasestate@rthd.gov.bd

প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০১৩.২০-৮৬/১(৬)

তারিখঃ ০৬ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ সড়ক সার্কেল, ময়মনসিংহ
০৩. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
০৪. সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (**ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ**)
০৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, কিশোরগঞ্জ সড়ক বিভাগ, কিশোরগঞ্জ
০৬. সৈয়দ সানাউল হক, স্বত্ত্বাধিকারী, মেসার্স হক এন্ড সিদ্দিক ফিলিং স্টেশন, গ্রাম+পোষ্ট-বৌলাই, উপজেলা-কিশোরগঞ্জ, জেলা-কিশোরগঞ্জ

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সিনিয়র সহকারী সচিব